শেকড়

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দেশের মুসলমানকে যদি শারিয়ার আইনগুলো আর আইন-প্রয়োগের উদাহরণগুলো ঠিকমত দেখানো যায় তবে তাঁরা নিশ্চয়ই শারিয়ার নিষ্ঠুর অনৈসলামিক চরিত্র বুঝবেন, শারিয়াকে বর্জন করে ইসলামের অরাজনৈতিক পাঁচ স্তম্ভের দিকে ফিরে আসবেন। সর্বনাশা আত্মঘাতী পথে না গিয়ে শান্তির পথে পা বাড়াতে হলে বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এর কোনই বিকল্প নেই।

জনতা কখনো ষড়যন্ত্র করে না, করে ক্ষমতাসীন শক্তিধর। প্রথম থেকেই যদি রাজ-রাজড়ারা ইসলামের নামে সিংহাসনে জাঁকিয়ে না বসত, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করে চার খলীফার অনুকরণ করত, - তা হলে প্রথম দিকে কিছু গড়বড় হলেও ধীরে ধীরে তাল সামলিয়ে নিত বিশ্ব-মুসলিম। তেরো-চোদ্দশ' বছরের রাজত্ব কম সময় নয়, ধীরে ধীরে নেতা নির্বাচনের একটা পদ্ধতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল নিশ্চয়ই। তা হলে এত শতাব্দীর খলীফারা যেভাবে সম্রাট-জাঁহাপনা সেজে প্যালেস-মোল্লাদের সাহায্যে জাল হাদিস বানিয়ে নিজেদের অপকর্মকে হালাল করেছেন সেটা ঘটত না। এভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে পথভ্রষ্ট করার শেকড় আছে অত্যন্ত গভীরে। বহু উদাহরণ আছে, একটা দেখাচ্ছি।

খুন করলে খুনীর মৃত্যুদন্ড হয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তুঃ- "ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম-কে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হইবে না" - দি পেনাল ল' অফ ইসলাম- পৃ-১৪৯ ও শারিয়ার মূল কেতাব "রিসালা"র ১৪২ পৃষ্ঠা (আবু দাউদ ৩য় খন্ড পৃঃ ১১৩, শা'কায়ানি'র না'য়েল আল্-আওতার পৃঃ ৪৩ এবং শাফি'র কিতাব আল-উলুম ৪ খন্ড পৃঃ ২৭, ৩৬ ও ৪০)।

আল্লার আইন হতে পারে এটা? বুকে হাত দিয়ে বলুন! ইসলামের ওপরে কলংক নয় এটা? এ অন্যায়ের শেকড় ঢুকিয়ে রাখা আছে একেবারে সটান সহি বোখারীতে - খন্ড ৪-এর হাদিস নম্বর ২৮৩, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের অনুবাদ।

"আবু যুহায়রা বলেন - আমি আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করিলাম, কোরাণের বাহিরে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি? আলী বলিলেন - না। তবে.........কোন অবিশ্বাসীকে খুন করবার জন্য কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হইবে না"। এ হাদিস থাকার কথা ইন্টারনেটের সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ-এর ১৪-২৭৪৫ অংশেও।

কোন সভ্য জাতির আইন হতে পারে এটা? বুকে হাত দিয়ে বলুন! মুসলমানের ওপর এ এক ঘোর কলংক। কিন্তু হজরত আলীর কথায় তো আর আইনটা শক্ত হচ্ছে না, তাই এ অন্যায়ের শেকড় একেবারে রসুলে গিয়ে ঠেকানো হয়েছে। ৬২২ সালে নবীজী যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি একটা শান্তিচুক্তি করেছিলেন মুসলমান আর মদিনার ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে। চুক্তিটায় মোট সাতচল্লিশটা ধারার একুশ আর চোদ্দ নম্বর ধারায় আছে শারিয়ার এই অনৈসলামিক কলংকের শেকড়ঃ- "কেহ যদি কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে ও তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই খুনীর মৃত্যুদন্ড হইবে" (ধারা ২১)। "কোন অবিশ্বাসীকে খুন করার বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন (ইয়াক্তালু) করিবে না" -(ধারা ১৪)। - দি ফার্ষ্ট রিটেন কনষ্টিটিউশন ইন দি ওয়ার্লড, পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৪৭- মুহম্মদ হামিদুল্লাহ - ১৯৪১।

এই বেহদ্দ আইন "রহমতুল্লিল আল্ আমিন"-এর ধর্মেরও খেলাফ, কর্মেরও খেলাফ, মান-সম্মানেরও খেলাফ। ওটা কোন মহাপুরুষকে শোভা পায় না। এমন একটা বিশ্রী কলংক তাঁর ওপরে কে আরোপ করল? কেন করল?

আরোপ করল তখনকার জামাত। মতলবটা পরিষ্কার। অমুসলিমকে শক্ত কব্জার মধ্যে রাখতে হবে, রাখতে হবে ওই নবীজীর নামেই। চুক্তির ওই ধারাটা যে নবীজীর অনেক পরে তাঁর নামেই যোগ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ এমন অন্যায় চুক্তি বানানো কোন রহমতুল্লিল আল্ আমিনের পক্ষে তো দুরের কথা, কোন বিবেকবান নেতার পক্ষেও সম্ভব নয়। দ্বিতিয়তঃ, মদীনায় তখন মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস (হামিদুল্লাহ ১৯৪১-পৃষ্ঠা ১৩), আর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দু'শো-(দি প্রসেস অফ ইসলামিক রেভল্যুশন-মৌদুদি পৃঃ ৪২)। অর্থাৎ মুসলিমরা শতকরা মাত্র দুই আর অমুসলিমরা আটানব্বই। ওটা ওদেরই ভিটেমাটি পৈতৃক জায়গা, ওরা আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। শতকরা আটানব্বই জন সুপ্রতিষ্ঠিত লোক নিজেদেরই দেশে বসে নিজেদের বিরুদ্ধে এই অন্যায় অপমানকর চুক্তিতে কেন রাজী হবে বিদেশী মাত্র দুই জনের সাথে? প্রশ্নই ওঠে না।

এ রকম হাজারো উদাহরণ আছে। মানুষের ইতিহাসে রাজনীতির স্বার্থে, ক্ষমতার লড়াইয়ের স্বার্থে আর কোন নেতাকে তাঁর নিজেরই অনুসারীরা এত কলংকিত অপমানিত করে নি যতটা আমাদের নবীজীকে করা হয়েছে। শত শত উদ্ভট, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও নারী-বিরোধী কথাবার্তা ইসলামের মূল দলিলগুলোতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁরই পবিত্র নামে। আর সেই সব দলিলের ভিত্তিতে বানানো হয়েছে শারিয়ার অমানবিক হিংস্র আইন। এ হিংস্রতার মাছটা এতই বিরাট যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শাক দিয়েও সেটা ঢেকে রাখার উপায় নেই। তাই তো মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে আজ বহু মুসলিম দার্শনিক-চিন্তাবিদ আর নারী-সংগঠন নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে শারিয়ার অনৈসলামিক আইনের বিরুদ্ধে। পরের নিবন্ধে সে সংগ্রাম, শারিয়ার আইনগুলো এবং খেলাফত আমলের কোর্টের মামলা গুলো তুলে ধরব, দেখবেন চিরকাল আমরা আমাদের মা-বোনদের ওপরে আল্লা-রসুলের নামে কত না অত্যাচার করেছি। নিজেদের অর্ধেককে অপমান করে পঙ্গু করে উন্নতি করতে পারে কোন জাতি?

অমুসলিম-হত্যার এই বদ-আইনের ব্যাপারে মৌদুদির একটা কথা খুব গুরুত্বপুর্ণ। তিনি বলেছেন -"যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না" -"ইসলামিক ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন"- পৃঃ ১৪০। কিন্তু সেই তিনিই আবার উল্টো মেরে মুখমিষ্টি উল্টো কথাও বললেন- "সব খুনেরই বিচার সমান, খুনের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ নাই"- ঐ- পৃঃ ২৮৩ এবং তাঁর বই "হিউম্যান রাইট্স্ ইন ইসলাম", পৃঃ ১২। এভাবে জাতি যে কত জায়গায় কতভাবে তাঁর মারাত্মক স্ববিরোধীতার শিকার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। শারিয়া-প্রয়োগে মা-বোনের যে অপমান যে কষ্ট হয় তা সবাই জানে কিন্তু সে অত্যাচারকে "অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ" বলে অলীক সান্ত্বনার আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে রাখে অথচ সেই "অজ্ঞ মোল্লা"র হাত থেকে শারিয়া প্রয়োগের অধিকার কেড়েও নেয় না। নিজেদেরই মা-বোনের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর লুকোচুরির কোন মানে হয়?

যে বিষবৃক্ষের শেকড় দেড় হাজার বছর ধরে গভীরভাবে প্রোথিত রসুলের নামে শত শত নিষ্ঠুরতার দলিলে, তাকে উপড়িয়ে ফেলতে পারে মাত্র একটা অস্ত্র, বিবেক। সবাই এটা নিয়ে জন্মায় কিন্তু ব্যবহার করে কমই।

এতই কঠিন কি কাজটা?